অতি জরুরি

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা

বিষয়ঃ 'বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৭' এর খসড়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

সূত্রঃ বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা চুক্তির ৪.২ নং ক্রমিক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে 'বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৭' এর খসড়া এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। এতদসঙ্গে খসড়া আইনের কপি প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ ০১ পাতা।

০২/০১/১৮

(স্মৃতি কর্মকার)
উপ সচিব
ফোন: ৯৫৮৮৪৪১
dslaw@molwa.gov.bd

যুগ্ম-সচিব (আইসিটি)
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

ইউ.নোট নং-৪৮.০০.০০০০.০০৭.৩৩৬.১৫- ০১ তারিখঃ ০১.০১.২০১৮ ইং

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১। সচিবের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য) ।
২। অফিস কপি।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৭-এর খসড়া

যেহেতু বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৯৪/১৯৭২ মূলে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারদের কল্যাণে গঠিত হইয়াছিল এবং ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আদেশটি কতিপয় অধ্যাদেশ-এর মাধ্যমে সংশোধিত হইয়া ইংরেজিতে মুদ্রিত হইয়াছিল;

যেহেতু মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ প্রায় ২ (দুই) লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার কল্যাণ সাধনে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হইতেছে এবং ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের রাষ্ট্রপতির আদেশে বর্ণিত বীর মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞার্থ পরিবর্তন এবং সময়ের চাহিদায় আদেশটি যুগোপযোগী করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে;

যেহেতু সকল পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাগণের একটি সম্মিলিত নীতিমালার অধীন আনা আবশ্যক;

যেহেতু ইতঃপূর্বে গঠিত The Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972 (President's Order 94 of 1972)-এর বিষয়বস্তু বিবেচনাপূর্বক ইহা রহিতক্রমে নূতন একটি আইন প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেইহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল—

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন—(১) এই আইন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে; এবং

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞার্থ—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে নিম্নরূপ বুঝাইবে—

(১) 'মুক্তিযুদ্ধ' অর্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণায় সাড়া দিয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ মার্চ হইতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংঘটিত যুদ্ধ;

(২) 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' অর্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণায় সাড়া দিয়া ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হইতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যেসকল ব্যক্তি বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা ব্যতীত নিম্নরূপ ব্যক্তিবর্গও বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে গণ্য হইবেন—

(ক) যেসকল ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করিয়া ভারতের বিভিন্ন ট্রেনিং/প্রশিক্ষণক্যাম্পে নাম অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন;

(খ) যেসকল বাংলাদেশি পেশাজীবী মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদেশে অবস্থানকালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশেষ অবদান রাখিয়াছেন এবং যেসকল বাংলাদেশি নাগরিক বিশ্বজনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখিয়াছেন;

(গ) যাঁহারা মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর সরকার) অধীনে কর্মকর্তা/কর্মচারী/দূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়াছেন;

(ঘ) সশস্ত্র বাহিনী, গণবাহিনী ও অন্যান্য স্বীকৃত বাহিনী, পুলিশ, ই.পি.আর., নৌকমান্ডো, আনসার বাহিনীর সদস্য যাঁহারা মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছেন;

(ঙ) মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর সরকার) সহিত

সম্পৃক্ত এম.এন.এ.গণ MNA (Member of National Assembly) ও এম.পি.এ.গণ MPA (Member of Parliamentary Assembly) যাঁহারা পরবর্তীকালে গণপরিষদের সদস্য MCA (Member of Constituent Assembly) হিসাবে গণ্য হইয়াছেন;

(চ) পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাহাদের সহযোগী কর্তৃক নির্যাতিতা নারীগণ (বীরাঙ্গনা);

(ছ) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ও কলাকুশলীরা এবং দেশ ও দেশের বাহিরে দায়িত্ব পালনকারী বাংলাদেশি সাংবাদিকগণ;

(জ) স্বাধীনবাংলা ফুটবল দলের খেলোয়াড়বৃন্দ; এবং

(ঝ) মুক্তিযুদ্ধকালে আহত মুক্তিযোদ্ধাগণের চিকিৎসাসেবা প্রদানকারী মেডিক্যাল টিমের ডাক্তার, নার্স ও সহকারীরা;

তবে শর্ত থাকে, মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে যুদ্ধকালীন বয়স ন্যূনতম ১৩ (তেরো) বৎসর হইবে।

(৩) 'শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা' অর্থ একজন মুক্তিযোদ্ধা যিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছেন;

(৪) 'খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা' অর্থ বীরশ্রেষ্ঠ, বীর-উত্তম, বীরবিক্রম, বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা, যিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়াছেন;

(৫) 'যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা' অর্থ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধে আহত হওয়া মুক্তিযোদ্ধা, যাঁহার শরীরের একটি অথবা একাধিক অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে;

(৬) 'সুবিধাভোগী' অর্থ—

(ক) বীর মুক্তিযোদ্ধা;

(খ) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা;

(গ) খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা;

(ঘ) শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার—

(১) স্ত্রী/স্ত্রীগণ/স্বামী,

(২) স্ত্রী/স্ত্রীগণ/স্বামীর অবর্তমানে পিতা/মাতা

(৩) স্ত্রী/স্ত্রীগণ/স্বামী/পিতা/মাতার অবর্তমানে পুত্র/কন্যাগণ

(৪) দফা ঘ-এর (১) (২) ও (৩)-এর অবর্তমানে ভাই/বোন

(ঙ) বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধার অবর্তমানে (ঘ) উপ-অনুচ্ছেদের (১), (২) (৩) ও (৪) দফায় বর্ণিত সদস্যগণ সুবিধাভোগীর আওতাভুক্ত হইবেন।

(৭) 'বোর্ড' অর্থ ট্রাস্টিগণের সমন্বয়ে গঠিত বোর্ড;

(৮) 'চেয়ারম্যান' অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(৯) 'নির্বাহী কমিটি' অর্থ এই আইনের ধারা ০৯-এর উপধারা ১-এর অধীন গঠিত নির্বাহী কমিটি;

(১০) 'ট্রাস্টি' অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের একজন সদস্য;

(১১) 'সভাপতি' অর্থ এই আইনের ধারা ০৯-এর উপধারা ১-এর অধীন গঠিত নির্বাহী কমিটির সভাপতি;

(১২) 'পরিবার' অর্থ বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার;

(১৩) 'পঙ্গুত্ব' অর্থ যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধার আহত হওয়ার মাত্রা;

(১৪) 'ট্রাস্ট' অর্থ এই আইনের ৪ (১) ধারার অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট;

(১৫) 'তহবিল' অর্থ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ তহবিল যাহা ১৪ (১) ধারায় উল্লেখ করা হইয়াছে;

(১৬) 'ব্যবস্থাপনা পরিচালক' অর্থ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক; এবং

(১৭) 'নির্ধারিত' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়
মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণ

৩। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ**—(১) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণে সম্মানিভাতা, উৎসবভাতা অথবা অন্য কোনো নামে অন্য কোনো ভাতা অথবা সম্মানি অথবা অন্য কোনো সুবিধা প্রদানে কার্যক্রম গ্রহণ করিবে। তবে,

(ক) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় অন্য কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার অথবা অন্য কোনো দপ্তরের কর্মচারীর মাধ্যমে সম্মানিভাতা অথবা অন্য কোনো নামে অন্য কোনো ভাতা অথবা সম্মানি অথবা অন্য কোনো সুবিধা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে;

(খ) শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের সম্মানিভাতা অথবা অন্য কোনো নামে অন্য কোনো ভাতা অথবা অন্য কোনো সুবিধা,

(১) সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণের ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ;

(২) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বি.জি.বি.)-এর সদস্যগণের ক্ষেত্রে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ;

(৩) পুলিশ এবং আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের ক্ষেত্রে জন নিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; এবং

(৪) দফা খ-এর ১,২ ও ৩-এ বর্ণিত বীর মুক্তিযোদ্ধা ব্যতীত অন্যান্য শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট প্রদান করিবে।

(গ) উপধারা ১ (খ)-এ বর্ণিত বীর মুক্তিযোদ্ধা ব্যতীত অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধার সম্মানিভাতা, অন্য কোনো নামে অন্য কোনো ভাতা অথবা অন্য কোনো সুবিধা ধারা ৩-এর ১ (ক)-এ বর্ণিত যে-কোনো কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রদান করিতে পারিবে; এবং

(২) নূতন প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, চেতনা জাগ্রতকরণ ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা, কার্যাবলি ইত্যাদি

৪। **ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা**—(১) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে একটি ট্রাস্ট থাকিবে, যাহা The Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972 (President's Order 94 of 1972)-এর বলে গঠিত ট্রাস্ট এই আইনের অধীনে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট নামে অভিহিত হইবে; এবং

(২) ট্রাস্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৫। **ট্রাস্টের কার্যালয় স্থাপন**—(১) ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি প্রধান কার্যালয় থাকিবে এবং উহা ঢাকায় অবস্থিত হইবে; এবং

(২) 'বোর্ড' উপযুক্ত বিবেচনা করিলে সরকারের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশের যে-কোনো স্থানে ট্রাস্টের শাখা কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

৬। **ট্রাস্টের প্রধান নির্বাহী নিয়োগ**—(১) ট্রাস্টে একজন পূর্ণকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকিবেন, যিনি ট্রাস্টের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং তাঁহার দায়িত্ব ও কার্যাবলি বিধি/প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে; এবং

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

৭। **ট্রাস্টের কার্যাবলি**—(১) ট্রাস্টের কার্যক্রম সুবিধাভোগীদের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত থাকিবে;

(২) ট্রাস্টকে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ ও সামর্থ্যবান করিবার জন্য ট্রাস্টের মালিকানাধীন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও সম্পত্তি অর্জনের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে;

(৩) ধারা ৭-এর উপধারা ২ যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ট্রাস্ট নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করিবে—

(ক) সুবিধাভোগীদের কল্যাণে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অর্থ, পণ্য, ঔষধ এবং চিকিৎসাসেবা প্রদান এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো সহায়তা প্রদান;

(খ) সুবিধাভোগীদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(গ) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের বিশেষায়িত চিকিৎসার নিমিত্ত ক্লিনিক, ডিসপেনসারি অথবা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন;

(ঘ) শহিদ পরিবার ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন;

(ঙ) সুবিধাভোগীদের জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণ ও সুবিধা প্রদান;

(চ) যেসকল সুবিধাভোগী স্বাভাবিক পেশা অনুসরণ করিতে অক্ষম তাহাদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান;

(ছ) শিক্ষাক্রম অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত যোগ্য সুবিধাভোগীদের বৃত্তি প্রদান;

(জ) স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও বিক্রয়;

(ঝ) ট্রাস্টের মালিকানাধীন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঞ) যে-কোনো নামে ট্রাস্ট তহবিল গঠন ও তাহার ব্যবস্থাপনা;

(ট) ট্রাস্টের জন্য অর্থ, জামানত, দলিলাদি অথবা অন্য কোনো অস্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ;

(ঠ) ট্রাস্টের অর্থ ও তহবিল বিনিয়োগ করা এবং প্রয়োজনবোধে বিনিয়োগ পরিবর্তন;

(ড) সরকারের অথবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে-কোনো জামানত ক্রয়, বিক্রয়, পৃষ্ঠাঙ্কন, হস্তান্তর, বিনিময় অথবা এই প্রকারের কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;

(ঢ) সরকারের অনুমোদনক্রমে ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানের জন্য ঋণ গ্রহণ এবং ঋণের বিপরীতে সম্পত্তি, পণ্য, রেহান, বন্ধক অথবা অন্যভাবে দায়বদ্ধকরণ;

(ণ) সরকারের অনুমোদনক্রমে ট্রাস্টের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া অথবা প্রয়োজনীয় দলিলাদি সম্পাদন;

(ত) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত আদেশ ও নির্দেশসমূহ প্রতিপালন এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে করণীয় বিষয়াবলি নির্ধারণ;

(থ) বীর যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণকে পঙ্গুত্বের মাত্রার ভিত্তিতে সরকার নির্ধারিত হারে সম্মানিভাতা প্রদান;

(দ) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে ঔষধপত্রসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা প্রদান;

(ধ) শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে সরকার নির্ধারিত হারে সম্মানি প্রদান;

(ন) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুর পর 'সুবিধাভোগী'-এর আওতায় নির্ধারিত সুবিধাদি প্রদান;

(প) ট্রাস্টের প্রশাসনিক এবং আর্থিক বিষয়সমূহ পরিচালনা;

(৪) সুবিধাভোগীদের কল্যাণে ট্রাস্টের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
ট্রাস্টি বোর্ড, নির্বাহী কমিটি ইত্যাদি

৮। ট্রাস্টি বোর্ড গঠন, ক্ষমতা ও সভা—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ট্রাস্টকে প্রয়োজনীয় দিক্‌নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত প্রদান এবং ট্রাস্টের সার্বিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত সর্বোচ্চ পর্যায়ে একটি ট্রাস্টি বোর্ড থাকিবে;

(২) বোর্ড নিম্নরূপ ট্রাস্টিগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে—

(ক) প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, যিনি ইহার ভাইস চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত ০৪ (চার) জন জাতীয় সংসদ সদস্য (বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের অগ্রাধিকার থাকিবে);

(ঘ) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; পদাধিকারবলে

(ঙ) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়; পদাধিকারবলে

(চ) সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; পদাধিকারবলে

(ছ) প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়)

(জ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, পদাধিকারবলে যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৩) ট্রাস্টের উপর যেসকল ক্ষমতা প্রদান করা হইবে সেইগুলি বোর্ড প্রয়োগ করিতে পারিবে;

(৪) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত আদেশ ও নির্দেশ ইত্যাদি অনুসারে বোর্ড প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে;

(৫) বোর্ডের কোনো সদস্যের শূন্যতা অথবা বোর্ড গঠনে কোনো ত্রুটির কারণে বোর্ডের কোনো কার্যক্রম অকার্যকর হইবে না;

(৬) বোর্ডের চেয়ারম্যানের অভিপ্রায় অনুসারে যে-কোনো দিবসে ও যে-কোনো স্থানে বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে;

(৭) সরকার যেরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ শর্ত ও নিয়ম-অনুসারে এবং ঐ মেয়াদের জন্য চেয়ারম্যান ও ট্রাস্টিগণ তাঁহাদের পদে আসীন থাকিবেন;

(৮) সরকার যে-কোনো সময়ে যে-কোনো মনোনীত ট্রাস্টিকে কোনো কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে পরিবর্তন করিতে পারিবে;

(৯) চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে তাঁহার সম্মতিক্রমে ভাইস চেয়ারম্যান ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন;

(১০) বোর্ডের সভাসমূহ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত প্রক্রিয়া-অনুসারে পরিচালিত হইবে। এইরূপ পদ্ধতি নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় সভা পরিচালিত হইবে;

(১১) বোর্ডের প্রতিটি সভায় প্রত্যেক ট্রাস্টির একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে বোর্ডের চেয়ারম্যান একটি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন;

(১২) বোর্ড ট্রাস্টের কার্যাবলি দক্ষতার সহিত সম্পাদনের লক্ষ্যে বোর্ড নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারী, উপদেষ্টাকে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতির শর্তে ও নিয়মাবলি অনুসারে নিয়োগ অথবা নিযুক্ত করিতে পারিবে; এবং

(১৩) বোর্ড নির্বাহী কমিটির সুপারিশক্রমে ট্রাস্টের যে-কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে ট্রাস্টের চাকুরির নিয়োগবিধি/প্রবিধি অনুসারে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৯। নির্বাহী কমিটি—(১) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য বোর্ড-এর নিম্নরূপ ট্রাস্টিগণের সমন্বয়ে একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে—

(ক) বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;
(খ) বোর্ডের ট্রাস্টি হিসাবে মনোনীত সংশ্লিষ্ট ০৪ (চার) জন জাতীয় সংসদ সদস্য;
(গ) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়;
(ঘ) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়;
(ঙ) সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
(চ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

১০। নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি—বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের বোর্ডের পক্ষে নির্বাহী কমিটি নিম্নরূপ দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন করিবে—

(১) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য আইন, বিধি ও প্রবিধি দ্বারা বোর্ড কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব, কার্যাবলি ও নির্দেশনা প্রতিপালন;

(২) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যাবলি তদারকি;

(৩) ট্রাস্ট এবং ট্রাস্টের অধীন সকল বাণিজ্যিক ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ;

(৪) ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, সকল হিসাব পরিবীক্ষণ, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ এবং সেইগুলি বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ; এবং

(৫) বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

১১। নির্বাহী কমিটির সভা—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানসাপেক্ষে, নির্বাহী কমিটি ইহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(২) নির্বাহী কমিটির সকল সভা ইহার সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে—

তবে শর্ত থাকে, প্রতি ০২ (দুই) মাসে নির্বাহী কমিটির ন্যূনতম ০১ (এক) টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে;

(৩) সভাপতি নির্বাহী কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত ট্রাস্টিগণ কর্তৃক তাঁহাদের মধ্য হইতে মনোনীত কোনো ট্রাস্টি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন; এবং

(৪) নির্বাহী কমিটির ট্রাস্টিদের দুই-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে ইহার সভার কোরাম পূর্ণ হইবে।

১২। নির্বাহী কমিটির ক্ষমতা—(১) নির্বাহী কমিটিকে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কোনো স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় অথবা হস্তান্তর, কোনো প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদি ইজারা প্রদান কিংবা কোনো বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বোর্ডের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে;

(২) উপধারা (১)-এর বিধানসাপেক্ষে, নির্বাহী কমিটি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের বোর্ড-এর পক্ষে নিম্নরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে—

(ক) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও তাহার অধীন সকল চালু শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের

পরিচালনা ও সম্প্রসারণসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ও বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনরায় চালুকরণ অথবা উন্নয়নের মাধ্যমে বিকল্প ব্যবহার সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা; এবং

(খ) সময় সময় বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা-অনুযায়ী দায়িত্ব পালন।

১৩। বোর্ডর সভায় প্রতিবেদন পেশ—নির্বাহী কমিটি ইহার গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সম্পাদিত কার্যাবলির বিষয়ে বৎসর শেষে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া অবগতির নিমিত্ত পরবর্তী বৎসরের মার্চ মাসের মধ্যে বোর্ডের সভায় পেশ করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়
ট্রাস্টের তহবিল পরিচালনা, নিরীক্ষা, বার্ষিক প্রতিবেদন, বাজেট ইত্যাদি

১৪। ট্রাস্টের তহবিল গঠন ও পরিচালনা—(১) ট্রাস্টের নিজস্ব তহবিল থাকিবে যাহা বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট তহবিল নামে অভিহিত হইবে এবং যাহা নিম্নরূপ উৎস হইতে সংগ্রহ করা যাইবে—

(ক) সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদান, সাহায্য মঞ্জুরি ও ঋণ;

(খ) সরকারের অনুমোদনক্রমে সর্বসাধারণ অথবা জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক দেশিবিদেশি কোনো এজেন্সি, সংস্থা, সংগঠন হইতে প্রাপ্ত নিঃশর্ত অনুদান;

(গ) সরকারের অনুমোদনক্রমে বিদেশি কোনো সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত সাহায্য, সহযোগিতা ও অনুদান; এবং

(ঘ) ট্রাস্টের সম্পত্তি অথবা যে-কোনো কার্যক্রম হইতে লব্ধ আয়।

(২) ট্রাস্ট সরকারের অনুমোদনক্রমে যে-কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক অথবা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ট্রাস্টের কার্যাবলি পরিচালনার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে;

(৩) ধারা ১৪-এর উপধারা ১-এ উল্লিখিত উৎস হইতে ট্রাস্টের সকল প্রাপ্তিসমূহ তহবিলে জমা হইবে এবং তহবিল পরিচালনাসংক্রান্ত বিধি/প্রবিধি অনুসারে তাহা ব্যয় হইবে—

তবে শর্ত থাকে, ট্রাস্টের তহবিল পরিচালনাসম্পর্কিত বিধি/প্রবিধি প্রণয়ন ও কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান ব্যবস্থা চলমান থাকিবে; এবং

(৪) ট্রাস্টের তহবিল সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে-কোনো তপশিলি ব্যাংক অথবা ব্যাংকসমূহে রাখিবে।

১৫। ট্রাস্টের হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা—(১) ট্রাস্ট যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে—

তবে শর্ত থাকে, ট্রাস্টের তহবিল পরিচালনাসম্পর্কিত প্রবিধি প্রণীত ও কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক জারিকৃত সাধারণ নির্দেশনাবলি অনুযায়ী যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ হিসাব রক্ষণ করিবে;

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক বলিয়া উল্লিখিত, ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন। নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার, ক্ষেত্রমতে নির্বাহী কমিটি ও বোর্ড সভায় উপস্থাপন করিবে;

(৩) উপধারা (২)-এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ব্যতিরেকেও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No 2 of 1973) Article 2(1)(b)-তে গৃহীত সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ট্রাস্ট এক অথবা একাধিক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপে নিয়োগকৃত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন; এবং

(৪) ট্রাস্ট ধারা ১৫-এর উপধারা (৩)-এর অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রত্যেক নিরীক্ষককে নিরীক্ষার জন্য তাঁহাদের চাহিদা-অনুযায়ী ট্রাস্টের প্রয়োজনীয় হিসাববহি ও প্রামাণ্য দলিলাদি প্রদান করিবে এবং ট্রাস্টের হিসাববহি ও হিসাব

দলিলাদিতে যৌক্তিক সময় পর্যন্ত পরীক্ষানিরীক্ষার অধিকার থাকিবে, সর্বোপরি, নিরীক্ষা-সংশ্লিষ্ট হিসাবের বিষয়ে ট্রাস্টের কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

১৬। নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি—(১) নিরীক্ষকগণ সরকারের নিকট একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দিবেন, যে-প্রতিবেদনে তাহাদের মতামত-অনুসারে ট্রাস্টের হিসাবসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে কি না, ট্রাস্টের নিকট হইতে কোনো ব্যাখ্যা অথবা তথ্য আহ্বান করা হইয়াছিল কি না এবং তাহা তাহাদেরকে প্রদান করা হইয়াছিল কি না এবং প্রদান করা হইলে সেইগুলি সন্তোষজনক ছিল কি না উহার বিস্তারিত উল্লেখ থাকিবে;
(২) নিরীক্ষাতে উপস্থাপিত আপত্তি সংশোধনের জন্য ট্রাস্ট সরকার কর্তৃক জারিকৃত সকল নির্দেশ প্রতিপালন করিবে; এবং
(৩) সময়ে সময়ে সরকারের চাহিদা-অনুসারে তথ্য, রিটার্ন ও প্রতিবেদন ট্রাস্ট সরবরাহ করিবে;

১৭। বার্ষিক প্রতিবেদন—(১) ট্রাস্ট প্রতিঅর্থবৎসর সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে উক্ত বৎসরে তৎকর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলির উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে; এবং
(২) সরকার, প্রয়োজনে, ট্রাস্টের নিকট হইতে উহার যে-কোনো বিষয়ের উপরে প্রতিবেদন অথবা বিবরণী তলব করিতে পারিবে এবং ট্রাস্ট উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৮। বাজেট—নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে ট্রাস্ট প্রতিবৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থবৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থবৎসরে সরকারের নিকট হইতে ট্রাস্টের কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে। অর্থবৎসর সমাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত পর রাজস্ব বাজেট হইতে প্রাপ্ত অর্থের অব্যয়িত অর্থ সরকারকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে। তবে অব্যয়িত অর্থ পরবর্তী অর্থবৎসরের জন্য বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণে ব্যয় অপরিহার্য হইলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে তাহা রাখা যাইতে পারে। ট্রাস্টের পৌনঃপুনিক ব্যয় নির্বাহে ক্রমান্বয়ে নিজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
বিবিধ

১৯। ক্ষমতা অর্পণ—বোর্ড উহার যে-কোনো ক্ষমতা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা অন্য কোনো কর্মচারীর নিকট অর্পণ করিতে পারিবে।

২০। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২১। প্রবিধি প্রণয়নের ক্ষমতা—বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইন অথবা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২২। অস্পষ্টতা দূরীকরণ—এই আইনের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের বিধানাবলির সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়াসাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।

২৩। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**—এই আইন প্রবর্তন হইবার পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে; এবং

বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

২৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে The Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972 (President's Order 94 of 1972) অতঃপর এতৎসংশ্লিষ্ট জারিকৃত সকল সংশোধনী রহিত হইবে; এবং

(২) এই আইন প্রবর্তন হইবার পূর্ব পর্যন্ত The Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972 এবং এতৎসংশ্লিষ্ট জারিকৃত সকল সংশোধনী-অনুসারে ট্রাস্ট কর্তৃক যেসকল কার্যক্রম সম্পন্ন হইয়াছে সেইসকল কার্যক্রম এবং ট্রাস্টের কর্মচারীদের চাকুরি বৈধ থাকিবে।